

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা

# তৃতীয় ধাপে প্রার্থী সাড়ে তিন লাখ

প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে ধাপে ধাপে। ১৬ অক্টোবর অংশ নেবেন ২২ জেলার প্রায় সাড়ে তিন লাখ প্রার্থী। শিক্ষকতার স্বপ্ন পূরণ করতে চাইলে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সেরে নিতে হবে এখনই। বিস্তারিত জানাচ্ছেন রায়হান আহমদ আশরাফী

গত বছরের ডিসেম্বরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক-প্রাথমিক ২৫ হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে এবার সারা দেশে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে কয়েক ধাপে। তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা হবে আগামী ১৬ অক্টোবর শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে ১১টা ২০ পর্যন্ত। ২২ জেলার ৪৪৭টি কেন্দ্রে তিন লাখ ৪৩ হাজার ২৫৭ জন পরীক্ষার্থী এতে অংশ নেবে।  
dpe.teletalk.com.bd ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে। এর আগে ২৭ জুন ও ২৮ আগস্ট দুই ধাপে পরীক্ষা নেওয়া হয়। সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নেবে তৃতীয় ধাপের পরীক্ষায়। ধাপে ধাপে পরীক্ষা নেওয়ার পর দেওয়া হবে চূড়ান্ত নিয়োগ।

**পরীক্ষা পদ্ধতি**  
১০০ নম্বরের মধ্যে লিখিত পরীক্ষায় ৮০ ও মৌখিক পরীক্ষায় বরাদ্দ থাকবে ২০ নম্বর। লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে এমসিকিউ বা বহুনির্বাচনী পদ্ধতিতে। বাংলা, গণিত, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞানের প্রতিটি বিষয় থেকে ২০টি করে মোট ৮০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে। চারটি উত্তর ভুল হলেই কাটা যাবে ১ নম্বর।

**বাংলা**  
চলতি নিয়োগের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায়, ব্যাকরণ থেকে ভাষা, বর্ণ, শব্দ, সন্ধি বিচ্ছেদ, কারক বিভক্তি, উপসর্গ, অনুসর্গ, ধাতু, সমাস, বানান শুদ্ধি, পারিভাষিক শব্দ, সমার্থক শব্দ, বিপরীত শব্দ, বাগধারা, এককথায় প্রকাশ থেকে প্রশ্ন এসেছে। সাহিত্য অংশে গল্প বা উপন্যাসের রচয়িতা, কবিতার পঙ্ক্তি উল্লেখ করে কবির নাম থেকে প্রশ্ন ছিল।  
রোটারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফারজানা ইসলাম বলেন, বাংলা অংশে ব্যাকরণের ওপর বেশি জোর দিতে হবে। অষ্টম ও নবম-দশম শ্রেণির বোর্ড প্রণীত ব্যাকরণ

- গত দুই ধাপের পরীক্ষায় ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ এসেছে
- সূত্র প্রয়োগ করে সংক্ষেপে অঙ্কের ফলাফল বের করার চর্চা করতে হবে
- উত্তরপত্র পূরণ করতে হবে সতর্কতার সঙ্গে। ভুল হলে উত্তরপত্র বাতিল হতে পারে

বইয়ের সব অধ্যায় উদাহরণসহ পড়তে হবে। জানতে হবে কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম ও জীবনী সম্পর্কে। এ জন্য সাধাসিক ও উচ্চমাধ্যমিক বোর্ড বইয়ের লেখক পরিচিতি ও সাধারণ জ্ঞান বইয়ের সাহিত্যিক পরিচিতি, বই পরিচিতি অংশ পড়লে সহায়ক হবে।

**ইংরেজি**  
মতিঝিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক কৃষ্ণ অধিকারী জানান, ইংরেজি গ্রামার Right forms of verb, Tense, Preposition, Parts of Speech, Voice, Narration, Spelling, Sentence Correction-এর নিয়ম জানতে হবে এবং গ্রামার বইয়ের উদাহরণ থেকে চর্চা করতে

হবে। মুখস্থ করতে হবে Phrase and Idioms, Synonym, Antonym. গত দুই ধাপের পরীক্ষায় ইংরেজি থেকে বাংলা অনুবাদ এসেছে। বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান করলে ভালো করা যাবে।

**গণিত**  
ফারজানা ইসলাম বলেন, পাটিগণিতের পরিমাপ ও একক, ঐকিক নিয়ম, অনুপাত, শতকরা, সুদকমা, লাভক্ষতি, ভগ্নাংশ, বীজগণিতের সাধারণ সূত্রাবলি থেকে প্রশ্ন থাকে। ক্যালকুলেটর ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই। মুখে মুখে ও সূত্র প্রয়োগ করে সংক্ষেপে ফলাফল বের করার প্র্যাকটিস করতে হবে। রাফ করার জন্য প্রশ্নের পাশের খালি জায়গা ও পেনসিল ব্যবহার করা যেতে পারে। আইডিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মুন্সী মোহাম্মদ শাহজাহান বলেন, এমনভাবে নিতে হবে যেন প্রশ্ন দেখামাত্রই সূত্র প্রয়োগ করে ফল বের করা যায়। জ্যানিতিতে প্রস্তুতি ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বর্গক্ষেত্র, রহস্য, বৃত্ত ইত্যাদির সাধারণ সূত্র ও সূত্রের প্রয়োগ দেখতে হবে। সাধাসিক পর্যায়ের পাঠ্যবই বিশেষত অষ্টম ও নবম-দশম শ্রেণির গণিত বই অনুসরণ করলেই হবে।

**সাধারণ জ্ঞান**  
ফার্মগেট ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সুইটি রানী বলেন, সাম্প্রতিক বিশ্ব থেকে প্রশ্ন বেশি আসে। বাংলাদেশ অংশে বাংলাদেশের শিক্ষা, ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ, ভূপ্রকৃতি ও

জলবায়ু, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, বিখ্যাত স্থান, বাংলাদেশের রাষ্ট্রবাহু, অর্থনীতি, বিভিন্ন সম্পদ, জাতীয় দিবস থেকে প্রশ্ন আসে। আন্তর্জাতিক অংশে বিভিন্ন সংস্থা, দেশ, মুদ্রা, রাজধানী, দিবস, পুরস্কার ও সম্মাননা, খেলাধুলা থেকে প্রশ্ন থাকে। সাধারণ বিজ্ঞান থেকে বিভিন্ন রোগব্যাধি, খাদ্যগুণ, পুষ্টি, ভিটামিন থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। বিগত দুই ধাপের পরীক্ষায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি থেকে প্রশ্ন করা হয় প্রস্তুতির জন্য আজকের বিশ্ব, নতুন বিশ্ব ও সাধারণ জ্ঞানবিষয়ক মানিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার বা কারেন্ট ওয়ার্ল্ড সহায়ক হবে।

**পরীক্ষা হলে সতর্কতা**  
প্রবেশপত্র সঙ্গে আনতে হবে। বই, উত্তরপত্র, নোট, কাগজপত্র, ক্যালকুলেটর, মোবাইল ফোনসহ ইলেকট্রনিকস ঘড়ি ও কোনো ধরনের ইলেকট্রনিকস ডিভাইস সঙ্গে রাখা যাবে না। উত্তরপত্র পূরণ করতে হবে সতর্কতার সঙ্গে। অসাবধানতাবশত ভুল করতে হবে উত্তরপত্র বাতিল হতে পারে। কালো কালির বলপয়েন্ট কলম দ্বারা ওএমআর উত্তরপত্র পূরণ করা সবচেয়ে ভালো। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরের জন্য একটি বৃত্তাকার ঘর ভরাট করতে হবে, একই প্রশ্নের উত্তরে একাধিক বৃত্তাকার ঘর পূরণ করলে ওই প্রশ্নের উত্তরটি বাতিল হবে ও নম্বর কাটা যাবে। কোনো প্রশ্নের উত্তর ভুল হলে তা কেটে অন্য কোনো ঘর ভরাট করা যাবে না। ওএমআর শিট ভাঁজ করা যাবে না, নির্ধারিত ঘর ছাড়া উত্তরপত্রের অন্য কোথাও দাগ দেওয়া যাবে না। রোল নম্বর, প্রশ্নপত্রের সেট কোড, ডেলা কোড, উপজেলা/থানা কোড, সেক্স কোড নম্বর অবশ্যই পূরণ করতে হবে, নইলে উত্তরপত্র বাতিল হবে। ওএমআর শিটে রোল নম্বরের ঘর পূরণ করার সময় রোল নম্বরের নিচের বৃত্তাকার ঘরগুলোতে সঠিক সংখ্যা কালো কালির বলপয়েন্ট কলম দ্বারা পুরো ভরাট করতে হবে। হাজিরা শিটে খাতার ক্রমিক নম্বর ও প্রশ্নের সেট নম্বর লিখে নির্ধারিত ঘরে প্রার্থীকে স্বাক্ষর করতে হবে।



## কোন কোন জেলায় পরীক্ষা

তৃতীয় ধাপে চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, সাতক্ষীরা, খুলনা, জামালপুর, নেত্রকোনা, নরসিংদী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।